দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 18 MAY 1995 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

## সিপিডি আয়োজিত দিনভর সংলাপ

# মন্ত্রী সচিব ও রাজনীতিবিদরা যেসব সমস্যার কথা অকপটে স্বীকার করেন–

স্টাফ রিপোর্টার ॥ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) আয়োজিত সংলাপে অংশ নিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ বলেছেন, শহরের বাইরে চিকিৎসক-টেকনিশিয়ানরা থাকতে চায় না বলে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবা যথাযথভাবে পৌঁছানো যাচ্ছে না। শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির দিকে জোর দিতে গিয়ে আমাদের শিক্ষার মান দ্রুত নেমে যাচ্ছে। কৃষি সচিব আখতার আলী জানান, খরাজনিত কারণে এবার ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হবে আর তা মোকাবিলার জন্য খাদ্য আমদানিতে ব্যয় হবে ৩ হাজার ২শ' কোটি টাকা। বেশ কয়েকজন বক্তা মন্তব্য করেন যে, দেশে চরম দারিদ্র্যের হার বাড়ছে। সিপিডি'র তত্ত্বাবধানে একদল অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞের পরিচালিত "বাংলাদেশের উন্নয়ন সম্পর্কিত স্বাধীন সমীক্ষা" শীর্ষক রিপোর্টের ওপর দু'দিনব্যাপী সংলাপ বুধবার শেষ হয়। রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত সমাপনী দিনের অনুষ্ঠানে শিল্প ও বহির্বাণিজ্য, কৃষিখাত, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও শিক্ষাখাত এবং

(শেষ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

## মন্ত্রী সচিব

(প্রথম পাতার পর)

দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবণতা প্রসঙ্গে রিপোর্টের ওপর আলোচনা হয়। সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা সোয়া সাতটা পর্যন্ত একটানা সোয়া দশ ঘন্টার সংলাপে অংশ নেন দু'জন মন্ত্রী, সচিব পর্যায়ের এগারো জন কর্মকর্তা, সরকারী-বিরোধী দলের আটজন রাজনীতিবিদ এবং শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদ-পেশাজীবী-শিল্পপতি-ব্যাংকার-উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা-এনজিও প্রতিনিধিসহ প্রায় ৭০ জন আলোচক। সিপিডি'র নির্বাহী চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান সংলাপ পরিচালনা করেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী কামাল ইবনে ইউসুফ সংলাপে অংশ নিয়ে বলেন, স্বাস্থ্য সেবা প্রশাসন যেভাবে চলার কথা, ঠিক সেভাবে চলছে না। সরকার এ খাতে প্রতিবছর যে এক বিলিয়ন টাকা খরচ করে, তার পুরোটা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয় কিনা– সে ব্যাপারেও তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, এ অবস্থায় কিছু হাসপাতাল পরিচালনায় আমরা এনজিওকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বিশেষ মহলের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি।

### অধিকাংশ ছাত্র স্টার মার্ক পেতে পড়তে আসে

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক বলেন, আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী মূলত স্টার মার্ক বা সার্টিফিকেটের জন্য পড়তে আসে। জ্ঞানার্জনের জন্য খুব কম সংখ্যক শিক্ষার্থীই আসে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বই নির্ভর না হয়ে ব্যাপক হারে নোটবই বা কোচিং সেন্টার নির্ভর হয়ে পড়েছে। আমরা যখন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছি, তখনও এবারের ডিগ্রী পরীক্ষায় ১ লাখ ৮৩ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্র সাড়ে ৭ হাজার, অঙ্ক নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে মাত্র আট শ' জন। তিনি শিক্ষিতের সংখ্যার পরিবর্তে শিক্ষার মানের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার আহ্বান জানান।

### নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করতে আরও ৮০ বছর

এ প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন বলেন, বর্তমান পরিকল্পনা অনুযায়ী চললে নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষিত করতে আমাদের আরও কমপক্ষে ৮০ বছর লাগবে। গত এক দশকে এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে অংশটির সবচেয়ে বেশি উন্নতি হয়েছে, সেটি হলো মাদ্রাসা শিক্ষা। এসকাপ-এর সাবেক নির্বাহী সচিব এবং আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর উপদেষ্টা শাহ এএমএস কিবরিয়া বলেন, সনাতনভাবেই এ দেশের মানুষ মসজিদ ও মাওলানাদের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষার চাহিদা পূরণ করে আসছে। তারপরও কেন এত মাদ্রাসা স্থাপন করা হলো? দেশের ১১ লক্ষাধিক মাদ্রাসার শিক্ষার্থী মাওলানা হওয়া ছাড়া সমাজের জন্য আর কি অবদান রাখতে পারবে?

### খরার কারণে খাদ্য ঘাটতি ৩০ লাখ টন

কৃষি খাত প্রসঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে কৃষি সচিব আখতার আলী বলেন, খরাজনিত কারণে এবার দেশে ৩০ লাখ টন খাদ্য ঘাটতি হবে। তা' মোকাবিলার জন্য এবার আট শ' মিলিয়ন ডলার মূল্যের খাদ্য আমদানি করতে হবে। খরাজনিত সেচ সঙ্কট মোকাবিলার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

এ প্রসঙ্গে সংলাপে অংশ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী সার সঙ্কটের জন্য সরকারকে দায়ী করেন, বলেন সরকার সকল ক্ষেত্রে উদারনীতির কথা বললেও সারের ক্ষেত্রে কেন তা অনুসরণ করল না, সে প্রশ্নের জবাব চাই। জাতীয় পার্টির ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ বলেন, সরকারের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপই সার ও চাল সঙ্কটের কারণ। তিনি সরকারের নয়, বরং নীতির স্থিতিশীলতা এবং জনগণের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন বলেন, সার বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা বেসরকারী খাতের নামে বেসরকারী লুটেরাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সরকার এবং এই বেসরকারী অসাধু ব্যক্তিদের যোগসাজশেই সার সঙ্কট হয়েছে। বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর প্রেসক্রিপশনের আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে সঙ্কটের অবসান হবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

SHEETS